দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ .... 1 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

বিদেশী কোটায় গোপনে অধিক ফি নিয়ে দেশী শিক্ষার্থী ভর্তি

নিখিল মানখিন ॥ নিয়ম মানছে না অনেক বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ। বিদেশী কোটায় গোপনে উচ্চ ফি গ্রহণ করে দেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর পাশাপাশি নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে অনেক মেডিক্যাল কলেজ। নিয়ম ভঙ্গকারী কলেজগুলোর বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, ভর্তি নীতিমালা ভঙ্গ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করায় ১২ মেডিক্যাল কলেজকে জরিমানা গুনতে হচ্ছে। এসব মেডিক্যাল কলেজকে আসন প্রতি ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা-২) বদরুন নাহার স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অভিযুক্ত কলেজগুলো হলো- সিলেট উইম্যান মেডিক্যাল কলেজ; নর্থ ইস্ট মেডিক্যাল কলেজ, সিলেট; ইবনে সিনা মেডিক্যাল কলেজ; সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ; মার্কস মেডিক্যাল কলেজ; এনাম মেডিক্যাল কলেজ; আনোয়ার খান মডার্ন মেডিক্যাল কলেজ; ডায়াবেটিস এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ফরিদপুর; কুমুদিনী মেডিক্যাল কলেজ, টাঙ্গাইল; রংপুর নর্দান মেডিক্যাল কলেজ ও হলি

নিয়ম মানছে না অনেক বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ

ফ্যামিলি মেডিক্যাল কলেজ। আগামী এক মাসের মধ্যে জরিমানার অর্থ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ হিসেবে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ৪০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ ছিল। এতে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে বিদেশী কোটা ছিল ২৫ শতাংশ। ওই সময়ও ৫ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। হাতেগোনা কয়েকটি মেডিক্যালে ১৫-২০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এরপরও প্রতিবছর বেসরকারী মেডেক্যালে বিদেশী কোটা ৫-১০ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়। সর্বশেষ চলতি বছরে আরও ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়। এ বছরও ৫ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক রশীদ ই মাহবুব জানান; দক্ষ চিকিৎসক সৃষ্টি এবং মানসম্মত কলেজ গড়তে হলে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন রয়েছে। আর তা আন্তরিকভাবেই বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ নিম্নমানের বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে এক সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও আরেক সরকার এসে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। কলেজগুলোর ওপর শক্তিশালী ও স্বচ্ছ মনিটরিং ব্যবস্থা থাকলে দেশে দক্ষ চিকিৎসক ও মানসম্মত কলেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন অধ্যাপক রশীদ ই মাহবুব।

এদিকে, বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেই। অধিকাংশ কলেজ নিজেদের তৈরি নিয়মে চলছে। বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা আইন ২০১৩ চূড়ান্তকরণ না হওয়ার কারণেই এমনটি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।